মাসনূন দূ‘আ ও জুরূদ

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

সূচিপত্র	পৃ:
উযূর শুরুতে পড়বে..	৯
উযূর মাঝে পড়বে....	৯
উযূর শেষে উপরের দিকে তাকিয়ে পড়বে	৯
মসজিদে প্রবেশ করার দূআ	১০
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দূআ	১১
আযানের শেষে দূআ	১২
পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে পড়ার দু'আ	১৩
খাবার সামনে এলে দু'আ	১৬
খাওয়ার শুরুতে দু'আ	১৬
খাওয়ার শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে দু'আ	১৬
পানি পান করার পর পড়বে	১৮
দুধ পান করার সময় পড়বে	১৮
অবশিষ্ট খানা ও দস্তরখান উঠানোর দু'আ	১৮
কোথাও দাওয়াত খেয়ে দু'আ	১৯
অন্যের বাড়ীতে ইফতারের পর দু'আ	২০
টয়লেটে প্রবেশের দু'আ	২১
টয়লেট থেকে বের হওয়ার দু'আ	২২
ঘুমানোর পূর্বে পড়বে	২২
যে ঘুমে ভয় পায় সে ঘুমের পূর্বে পড়বে	২৫
ঘুম না এলে এই দু'আ পড়বে	২৫
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পড়বে	২৭

ঘরে বা অন্য কোথাও প্রবেশ করার দু'আ	২৭
ঘর বা অন্য স্থান থেকে বের হওয়ার দু'আ	২৮
মনের চাহিদা মুতাবিক অবস্থা হলে পড়বে	২৯
মনের ব্যতিক্রম কিছু হলে পড়বে	২৯
কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে পড়বে	২৯
কেউ উপকার করলে তার জন্য দু'আ	৩০
কাউকে হাসি মুখে দেখলে পড়বে	৩০
মনের মধ্যে খারাপ চিন্তা আসলে দু'আ	৩০
কাউকে রোগাক্রান্ত দেখলে দূ'আ	৩১
সাপের ভয় হলে এ দু'আ পড়বে	৩২
সূর্য উঠার সময় পড়বে	৩২
মাগরিবের আজানের সময় পড়বে	৩৩
কাপড় পরিধান করার দু'আ	৩৩
নতুন কাপড় পরিধান করার দু'আ	৩৪
আয়না দেখার দু'আ	৩৫
মজলিসের কাফফারার দু'আ	৩৫
বাজারে যেয়ে এই দু'আ পড়বে	৩৬
কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের দু'আ	৩৭
মুসাফাহা করার দু'আ	৩৭
কাউকে বিদায় দেয়ার সময় পড়বে	৩৮
কারো থেকে বিদায় নেয়ার দু'আ	৩৮
যানবাহনে আরোহণের দু'আ	৩৮
নদীপথে সফরের দু'আ	৪১

সফর অবস্থায় গ্রাম বা মহল্লায় প্রবেশের দু'আ	৪১
সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দু'আ	৪২
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখলে পড়বে	৪৩
প্রচণ্ড ঝড়-বাতাস বইতে শুরু করলে দু'আ	৪৩
অতঃপর বৃষ্টি হওয়ার সময় পড়বে	৪৪
বেশী বৃষ্টি হলে পড়বে	৪৪
মেঘের গর্জন শুনলে পড়বে	৪৪
নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে	৪৫
রজব মাস শুরু হলে এই দু'আ পড়বে	৪৫
শবে ক্বদরে পড়ার দু'আ	৪৬
কারো থেকে অত্যাচারের আশংকা হলে পড়বে	৪৬
জ্বর হলে এই দু'আ পড়বে	৪৬
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে দু'আ	৪৭
নতুন ফল সামনে এলে পড়বে	৪৮
ঋণ পরিশোধ ও পেরেশানীর দূ'আ	৪৮
ইফতারের সময় পড়বে	৪৯
ইফতারের পর পড়বে	৪৯
কোন বিপদ দেখলে পড়বে	৫০
দুলা ও দুলহানকে এভাবে দু'আ দিবে	৫১
নতুন বিবির সাথে প্রথম সাক্ষাতের দূ'আ	৫১
সহবাসের পূর্বে এ দু'আ পড়বে	৫২
বীর্যপাতের সময় দূ'আ	৫২
ইস্তিখারার দু'আ	৫৩

আল্লাহ তা'আলার হাজত পেশ করার দু'আ	৫৩
জুমু'আর দিন দুরূদ	৫৫
নামাযের পর এভাবে দু'আ	৫৮
পিতা-মাতার জন্য দু'আ	৫৯
নিজের বিবি-বাচ্চাদের দু'আ	৫৯
পিতা-মাতা ও সকল মুসলমানের জন্য দু'আ	৫৯
দু'আ-মুনাজাত হামদ ও সালাত	৬০
যমযমের পানি পান করার দু'আ	৬২
সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার	৬৩
মুমূর্ষু ব্যক্তির আশে-পাশের	৬৪
রূহ বের হচ্ছে অনুভব হলে পড়বে	৬৫
কোন মুছিবতে আক্রান্ত হলে পড়বে	৬৬
বদ নযর থেকে হেফাযতের দু'আ	৬৬
কারোর আপনজন মারা গেলে এই দু'আ	৬৭
কবরস্থানে গিয়ে এভাবে সালাম করবে	৬৮
মুর্দাকে ডান কাতে রাখার সময় দু'আ	৬৮
জানাযার নামাযে তৃতীয় তাকবীরের পর দূআ	৬৮
সকাল সন্ধ্যার দু'আ সমূহ	৭০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
দুরূদ ও সালাম	
দুরূদ শরীফ পড়ার নির্দেশ	৭৩

দুরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত	৭৪
১০টি দুরূদ শরীফ	৭৭
দুরূদ শরীফ পাঠ করার পর দু'আ	৮১
দুরূদ সম্পর্কিত মাসাইল	৮৩
দু'টি মাসআলা	৮৯
দুরূদ পড়ার স্থানসমূহ	৯০
দু'টি কথা	৯২

باسمه تعالى

حامدا ومصليا ومسلما

প্রথম অধ্যায়

মাসনূন দু'আ

১. উযূর শুরুতে পড়বে- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি অসীম দয়ালু অত্যন্ত দয়াবান। (আবু দাউদ হাদীস নং-১০১/ তিরমিযী হাদীস নং-২৫)

২. উযূর মাঝে পড়বে-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন। আমার ঘর প্রশস্ত করে দিন। আমার রিযিক বৃদ্ধি করে দিন। (সুনানে কুবরা নাসাঈ হাদীস নং-৯৯০৮)

৩. উযূর শেষে উপরের দিকে তাকিয়ে পড়বে-

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

অর্থঃ আমি (অন্তরের অকাট্য বিশ্বাসের সাথে) সাক্ষ্য

(স্বরূপ মুখে ঘোষণা) দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (ইবাদতের যোগ্য) নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল। (মুসলিম হাদীস নং-২৩৪,৫৭৭)

অতঃপর এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থ:হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে শামিল করুন। (তিরমিযী হাদীস নং-৫৫)

৪. **মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়বে-**

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি।আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। (মুসলিম হাদীস নং-৭১৩/ মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-২৬৪৭৩, ২৬৪৭২/ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং- ২৯৭৫৫/ ইবনে মাজাহ হাদীস নং- ৭৭১,মুসনাদে আহমাদ, ৬:২৮৩, হাদীস নং-

২৬৪৫৯/মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৩৪৩১)

৫. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়বে

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكْ.

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলার নামে শুরু করছি।আল্লাহ তা‘আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার করুণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। (মুসলিম হাদীস নং-৭২৮/ মুসনাদে আহমাদ ৬:২৮৩, হাদীস নং-২৬৪৫৯/মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৩৪৩১, ২৯৭৫৫)

৬. আযানের শেষে প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়ে এ দু‘আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادْ

অর্থঃ হে পরিপূর্ণ দাওয়াত (তথা আযান) ও নামাযের মালিক আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উসীলা ও উচ্চমর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদে আসীন করুন, যার ওয়াদা আপনি

তাঁর সাথে করেছেন। নিশ্চয় আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (বুখারী হাদীস নং-৬১৪/ মুসলিম হাদীস নং ৩৮৪/ বাইহাকী হাদীস নং-১৯৭২,সুনানে কুবরা বাইহাকী হাদীস নং-২০০৯)

৭. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর পড়ার দু'আ সমূহ-

(১) ৩ বার। (ইবনুস সুন্নী হাদীস নং-১৩৭,১৩৬)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

(২) ১ বার

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

(মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-২২৩৬৫/ মুসলিম হাদীস নং-৫৯১)
(মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-২২৪১৯/ মুসলিম হাদীস নং-১৩৬৩)

(৩) ১ বার

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় রাজত্ব একমাত্র তাঁর। তারই জন্য সকল প্রশংসা তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান,

হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান তা কেহ রোধ করতে পারে না, আর আপনি যা রোধ করতে চান তা কেহ দিতে পারবে না এবং কোন সম্পদশালীকে তার সম্পদ আপনার থেকে রক্ষা করতে পারে না। (বুখারী হাদীস নং-৮৪৪)

(৪) ১ বার اية الكرسى (আয়াতুল কুরসী)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। (সুনানে কুবরা নাসাঈ হাদীস নং-৯৯২৮/ ইবনুস্ সুন্নী হাদীস নং-১২৩)

(৫)تسبيح فاطمى অর্থাৎ ৩৩ বার, سُبْحَانَ اللهْ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلَّهْ ৩৪বার اَللهُ اَكْبَرْ (মুসলিম হাদীস নং-৫৯৫)

(৬) ফজর ও মাগরিবের পর কথা বলার পূর্বে ৭ বার-

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مْنَ النَّارِ

(সুনানে কুবরা নাসাঈ হাদীস নং-৯৯৩৯/ আবু দাউদ হাদীস নং-৫০৭৯)

(৭) ফজর ও মাগরিবের পর পড়বে- ৩ বার

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

পড়ে, ১ বার سورة الحشر (সূরা হাশর)-এর শেষ ৩ আয়াত পড়বে। (তিরমিযী হাদীস নং-২৯২৭)
বি.দ্র. লম্বা দু'আ সমূহ ফরয নামাযের পরে সুন্নাত না থাকলে ফরযের পরই পড়বে, আর সুন্নাত থাকলে সুন্নাত পড়ার পর পড়বে।

৮. খাবার সামনে এলে এ দু'আ পড়বে-

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بِسْمِ اللهْ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। (ইবনুস সুন্নী হাদীস নং-৪৫৯, ৪৫৬ /আল আযকার হাদীস নং-৬৫০)

৯. খাওয়ার শুরুতে পড়বে- بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهْ.

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ তা'আলার বরকতের সাথে এ খাবার খাচ্ছি। (মুসতাদরাকে হাকেম হাদীস নং-৭২৩৬)

১০. খাওয়ার শুরুতে দু'আ পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই পড়বে-

بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলার নামে খাচ্ছি, এর প্রথমাংশেও এবং শেষাংশেও। (আবু দাউদ হাদীস নং-৩৭৬৭)

১১. আহারের শেষে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.

অর্থঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। (আবু দাউদ হাদীস নং-৩৮৫১/৩৮৫২ তিরমিযী হাদীস নং-৩৪৬৬)

১২. পানি পান করার পর পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا.

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে স্বীয় রহমতে সুস্বাদু, সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে তা তিক্ত ও লবণাক্ত করেননি। (হিলয়াতুল আউলিয়া ৮:১৩৭,৯:৪৪৫/ শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-৪৪৭৯)

১৩.দুধ পান করার সময় পড়বে-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি এই দুধের মধ্যে বরকত দান করুন এবং অধিক পরিমাণে দান করুন। (আবু দাউদ হাদীস নং-৩৭৩০/ তিরমিযী হাদীস নং-৩৪৬৪,৩৪৫৫)

১৪.অবশিষ্ট খানা ও দস্তরখানা উঠানোর সময় পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا .

অর্থঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, অনেক অনেক প্রশংসা এবং পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। হে প্রভু! এ খানাকে না যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে (যে আর প্রয়োজন হবে না), আর না একে সম্পূর্ণ বিদায় দেয়া যেতে পারে (যে আর তার সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে না) না এ হতে বে-পরওয়া হওয়া যেতে পারে। (বুখারী হাদীস নং-৫৪৫৮/ তিরমিযী হাদীস নং-৩৪৬৫ / আবু দাউদ হাদীস নং-৩৮৫১)

১৫. দাওয়াত খাওয়ার দু'আ- কোথাও দাওয়াত খেলে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে, তারপর মেজবানের জন্য দু'টি দু'আ করবে-

(ক) চুপে চুপে নিম্নের দু'আ পড়বে-

اَللَّهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِى وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي .

অর্থঃ হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করিয়েছে আপনি তাকে আহার দান করুন এবং যে আমাকে পান করিয়েছে তাকে আপনি পান করান। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-২৩৮০৮/ মুসলিম হাদীস নং-২০৫৫)

(খ) নিম্নের দু'আ মেজবানকে শুনিয়ে পড়বে-

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ .

অর্থঃ আল্লাহ করুন যেন (এমনিভাবে) নেককার লোকেরা তোমাদের খানা খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণের দু'আ করে এবং রোযাদারগণ যেন তোমাদের বাড়ীতে ইফতার করে। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-১২৪০৬/ বাইহাকী হাদীস নং-৮২২৭,আবু দাউদ হাদীস নং-৮২২৭)

১৬.অন্যের বাড়ীতে ইফতার করলে এ দু'আ পাঠ করবে-

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ .

অর্থঃ আল্লাহ করুন- যেন (এমনিভাবে) রোযাদারগণ তোমাদের বাড়ীতে ইফতার করে এবং নেক লোকেরা

যেন তোমাদের খানা খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের উপর রহমতের দু'আ করে। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং-১২১৭৭/আসসুনানুল কুবরা নাসাঈ হাদীস নং-১০১২৯/ ইবনুস্ সুন্নী হাদীস নং-২৯৯)

১৭. প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে পড়ে নিবে- بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার নামে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষতিকারক নর ও নারী জ্বিন, শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী হাদীস নং-৬০৫/ বুখারী হাদীস নং-১৪২/ত্বারানী আউসাত, হাদীস নং-২৮০৩)

১৮. প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর পড়বে- غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ للَّه الَّذِىْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الأَذَى ، وَعَافَانِيْ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থ রেখেছেন। (আবু দাউদ হাদীস নং-৩০/ তিরমিযী হাদীস নং-৭/ ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৩০১)

১৯. ঘুমানোর পূর্বে পড়বে- اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনারই নামে মৃত্যুবরণ করব

এবং আপনারই নামের সাথে জীবিত থাকব। (বুখারী হাদীস নং-৬৩২৫,৬৩১৪)

এরই সাথে নিম্নোক্ত দু'টি দু'আও পড়বে-

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

অর্থঃ হে আমার রব! আমি আমার শরীরকে আপনার নামে বিছানায় রাখলাম(শয়ন করলাম) এবং আপনারই নামে বিছানা থেকে উঠাবো। আপনি যদি ঘুমের মধ্যে আমার নফসকে উঠিয়ে নেন তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি না উঠিয়ে নেন তাহলে তাকে আপনার নেক বান্দাদের মত হিফাজত করবেন। (বুখারী হাদীস নং-৬৩২০)

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আমার চেহারা (আত্মাকে) আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আমার সকল কর্ম আপনার উপর সোপর্দ করলাম এবং আমি আমার পৃষ্ঠ আপনার নিকট অর্পণ করলাম আপনার রহমতের

প্রত্যাশায় এবং আপনার আযাবের ভয়ে। আর আপনার রহমতের আশ্রয় ও পানাহ ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। হে আল্লাহ! আপনার অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনলাম এবং আপনার প্রেরিত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ঈমান আনলাম। (বুখারী হাদীস নং-২৪৭)

২০. যে ঘুমে ভয় পায় সে ঘুমের পূর্বে অথবা কারো ভয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলে এ দু‘আ পড়বে-

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা‘আলার কালিমাতে তাম্মার উছিলা দিয়ে তাঁর ক্রোধ, শাস্তি এবং তাঁর বান্দাদের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও তার উপস্থিতি হতে পানাহ চাচ্ছি।(তিরমিযী হাদীস নং-৩৫২৮/ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৬৯৬)

২১.ঘুম না এলে এ দু‘আ পড়বে-

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ

جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি সপ্ত আকাশের প্রতিপালক এবং ঐ সকল বস্তুর প্রতিপালক, যার উপর সপ্তম আকাশ বিস্তার করে আছে এবং যিনি সমগ্র জমিনের প্রতিপালক এবং ঐ সকল বস্তুর প্রতিপালক যা সমগ্র জমিন বহন করে আছে এবং যিনি শয়তান ও ঐ লোকদের প্রতিপালক যাদেরকে শয়তান গোমরা করেছে। হে প্রতিপালক আল্লাহ! আপনি সমগ্র মাখলুকের অনিষ্ট হতে আমার রক্ষাকারী এবং আশ্রয়দাতা হয়ে যান। যাতে এ সকল মাখলুকের মধ্য হতে কোন মাখলুক আমার উপর অত্যাচার-অবিচার করতে না পারে। নিশ্চয়ই একমাত্র আপনার আশ্রিত ব্যক্তিই প্রভাবশালী নিরাপদ এবং একমাত্র আপনার প্রশংসাই অতি মহান। আপনি ছাড়া অপর কোন মা'বুদ নেই। একমাত্র আপনি ইবাদতের যোগ্য। (তিরমিযী হাদীস নং-৩৫২৩)

২২.ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পড়বে-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে

মৃত্যু দানের পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং মৃত্যুর পর তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বুখারী হাদীস নং-৬৩২৪/ মুসলিম হাদীস নং-২৭১১)

২৩. ঘরে বা অন্য কোথাও প্রবেশ করার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ خَيْرَ المَوْلِجِ وَخَيْرَ المَخْرَجِ، باسْمِ اللَّهِ وَلَجْنا، وباسْمِ اللَّهِ خَرَجْنا، وَعَلى اللَّهِ رَبِّنا تَوَكَّلْنا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিতরে প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার মঙ্গল কামনা করছি। আমরা আল্লাহ তা'আলার নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহ তা'আলার নামে বের হলাম এবং আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলাম। (আবু দাউদ হাদীস নং-৫০৯৬,৫০৯৮)

২৪. ঘর থেকে বা অন্য কোন স্থান থেকে বের হওয়ার দু'আ-

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার নামে (বের হলাম), আমি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করলাম।আল্লাহর তাওফীক ছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বা কোন নেক কাজ করা সম্ভব নয়। (তিরমিযী হাদীস নং-৩৪৩৫/ আবু দাউদ হাদীস নং-৫০৯৫, ৫০৯৭)

২৫.মনের চাহিদা মুতাবিক অবস্থা হলে পড়বে-

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذى بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যার নেয়ামতের বদৌলতে সর্বপ্রকার পূণ্যময় কাজ সমাধা ও সম্পন্ন হয়। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৩৮০৩/ মুসতাদরাকে হাকেম হাদীস নং-১৮৪০,আল আযকার, হাদীস নং-৮৩৭)

২৬. মনের ব্যতিক্রম কিছু হলে পড়বে-

الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

অর্থঃ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শোকর আদায় করি। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৩৮০৩/মুসতাদরাকে হাকেম হাদীস নং-১৮৪০)

২৭. কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে পড়বে-

يا حَيُّ يا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

অর্থঃ হে চিরঞ্জীব সকল বস্তুর ধারক আমি আপনার রহমতের সাহায্য প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী হাদীস নং-৩৫২৪/ আল আযকার হাদীস নং-৩০৭)

২৮.কেউ উপকার করলে তার জন্য এ বলে দু'আ করবে- جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান

করুন। (ইবনুস সুন্নী হাদীস নং-২৭৬, আল আযকার হাদীস নং-৮০৬)

২৯. কাউকে হাসিমুখে দেখলে পড়বে- أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ

অর্থঃ আল্লাহ পাক আপনাকে চির হাসিমুখ রাখুন। (বুখারী হাদীস নং-৩২৯৪)

৩০. মনে ওয়াসওয়াসা আসলে পড়ার দু'আ

মনের মধ্যে খারাপ চিন্তা বা আল্লাহ, রাসূল, পরকাল প্রভৃতির ব্যাপারে কোন ওয়াসওয়াসা এলে নিম্নের দু'আটি পড়বে এবং সাথে সাথে অন্য কোন ভাল কাজের ফিকিরে মনোনিবেশ করবে। آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ.

অর্থঃ আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তান থেকে পানাহ (আশ্রয়) চাচ্ছি এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছি। (মুসলিম হাদীস নং-১৩৪/৬২৩, ৬২৪-৬২৫, ইবনুস সুন্নী হাদীস নং-৬২৯)

৩১. কাউকে কঠিন রোগাক্রান্ত বা খারাপ অবস্থায় দেখলে চুপে চুপে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً .

অর্থঃ তুমি যে বিপদে বা রোগে পতিত হয়েছ, তা হতে আল্লাহ পাক যে আমাকে মুক্ত রেখেছেন এবং আমাকে যে অনেক মাখলুক হতে ভাল অবস্থায় এবং সম্মানে রেখেছেন এজন্য আমি আল্লাহ পাকের শোকরগুজারী এবং প্রশংসা আদায় করছি। (তিরমিযী হাদীস নং-৩৪৪১/ ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৩৮৯২)

৩২. সাপের ভয় হলে এ দু'আ পড়বে-

اِنَّا نَسْئَلُكَ بِعَهْدِ نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ اَنْ لاَ تُؤْذِيْنَا .

অর্থঃ ও হে সাপ! আমরা নূহ্ আলাইহিস সালাম এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের অঙ্গীকারের কথা তোদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোরা আমাদের কোন ক্ষতি করিস না এবং আমাদের কষ্ট দিস না। (তিরমিযী হাদীস নং-১৪৮৯, ১৪৮৫)

৩৩. সূর্য উঠার সময় পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا

অর্থঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আজকের দিনে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং

গুনাহের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করেননি। (মুসলিম হাদীস নং-৮২২)

৩৪.মাগরিবের আজানের সময় পড়বে-

اَللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي

অর্থঃ হে আল্লাহ! এখন আপনার রাত্রির আগমন ও দিনের গমন এবং আপনার প্রতি আহ্বানকারী মুআযযিনের ধ্বনির (আযানের) সময়। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (মুসতাদরাকে হাকেম হাদীস নং-৭৪৫, আবু দাউদ হাদীস নং-৫৩০/ আল আযকার, হাদীস নং-২১২)

৩৫. কাপড় পরিধান করার সময় পড়বে-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ .

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও শোকর আদায় করছি যে, তিনি আমার কোনই শক্তি-সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করেছেন ও পরিধান করিয়েছেন। (আবু দাউদ হাদীস নং-৪০২৩/,৪০২৫/ আল আযকার হাদীস নং-৩৪ মুসতাদরাকে হাকেম হাদীস নং-৭৫৬৮)

৩৬.নতুন কাপড় পরিধান করার দু‘আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِىْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ

حَيَاتِي .

অর্থঃ আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও শোকর আদায় করছি যে, তিনি আমাকে লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য এবং জীবনকে সৌন্দর্যময় করার জন্য কাপড় দান করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৩০৫/ তিরমিযী হাদীস নং-৩৫৬০)

৩৭. আয়না দেখার দু‘আ

اَلحَمْدُ لِلَّه، اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي.

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেরূপ সুন্দর চেহারা দান করেছেন তদ্রূপ আমার স্বভাব-চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন। (ইবনুস সুন্নী হাদীস নং ১৩৬, আল আযকার হাদীস নং-৭৮৩/ ইবনুস সুন্নী হাদীস নং ১৬২)

৩৮. মজলিসের কাফফারার দু‘আ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوْبُ إِلَيْكَ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা ব্যক্ত করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া অন্য কোন মা‘বুদ নেই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার দিকেই ধাবিত হচ্ছি। (তিরমিযী হাদীস নং-৩৪৪২/আবু দাউদ হাদীস নং-৪৮৫৯)

৩৯. বাজারে যাওয়ার পর এ দু‘আ পড়বে-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থঃ এক আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কোন মা‘বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন এবং তিনি চিরঞ্জীব-অমর। তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। তিনি সর্বশক্তিমান। (তিরমিযী হাদীস নং-৩৪৩৭/ ইবনুস সুন্নী হাদীস নং-১৮২)

৪০. কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলবে-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهْ .

অর্থঃ আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহ পাকের রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক। (তিরমিযী হাদীস নং-২৬৯৪)

সালামের উত্তর- وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهْ.

অর্থঃ এবং আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহ পাকের রহমত এবং বরকত বর্ষিত হোক। (ইবনুস সুন্নী হাদীস নং-২৩৫, সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং-২৩৫)

৪১. মুসাফাহা করার দু'আ- يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ.

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আপনাদেরকে ক্ষমা করুন। (আবু দাউদ হাদীস নং-৫২১১)

৪২. কাউকে বিদায় দেয়ার সময় পড়বে-

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وأمانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

অর্থঃ তোমার দীন-ঈমানকে এবং তোমার আমানতদারীকে এবং তোমার হুসনে খাতিমাকে (ঈমানের উপর মৃত্যু) আল্লাহ তা'আলার হাতে সোপর্দ করছি। (আবু দাউদ হাদীস নং-২৬০০/ মুসতাদরাকে হাকীম হাদীস নং-২৪৭৬)

৪৩. কারো থেকে বিদায় নেয়ার সময় এ দু'আ পড়বে-

اسْتَوْدَعْتُكَ اللَّهَ الَّذِى لاَ يُضَيِّعُ وَدَائِعَهُ.

অর্থঃ আমি তোমাকে এমন সত্তার কাছে আমানত রেখে যাচ্ছি, যিনি তার আমানত কখনও নষ্ট করেন না। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৯২৩০)

৪৪. যানবাহনে আরোহণের দু'আ-

প্রথমে "বিসমিল্লাহ" বলে যানবাহণে আরোহণ করবে। অতঃপর তিনবার "اَللّٰهُ اَكْبَرْ" (আল্লাহু আকবার) বলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে-

اَلْحَمْدُ للّه سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي وَ الْمَالِ الأَهْلِ .

অর্থঃ সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। পূতঃপবিত্র সেই সত্তা, যিনি এ যানবাহনকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হতাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা (মৃত্যুর পরে) আমাদের প্রতিপালকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এই সফরে নেকী এবং তাকওয়া চাচ্ছি এবং আপনার পছন্দনীয় আমলের তাওফীক কামনা করছি।

হে আল্লাহ!আমার জন্য এ সফর সহজসাধ্য করে দিন এবং এর দূরত্বকে কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরে আমাদের সাথী এবং বাড়ীতে আমাদের প্রতিনিধি-(রক্ষক)।হে আল্লাহ! আমি সফরে কষ্ট-ক্লেশ

এবং (সফরের মধ্যে কোন প্রকার) মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা হতে এবং পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের নিকট দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন হতে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি। (মুসলিম হাদীস নং-১৩৪২/ নাসাঈ হাদীস নং-৫৫১০,৫৫১৩/ আল আযকার হাদীস নং-৫৩২/ আবু দাউদ হাদীস নং-২৫৯৯)

৪৫. নদী পথে সফরের দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার নামেই এর চলা ও অবস্থান করা। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু। (সূরা হুদ, আয়াত নং-৪১/ ত্বারানী আউসাত হাদীস নং-৬১৩৮, আল আযকার, হাদীস নং-৫৩৫)

৪৬. সফর অবস্থায় কোন গ্রাম বা মহল্লায় প্রবেশকালের দু'আ

গ্রাম বা মহল্লায় প্রবেশকালে তিনবার

"اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا" পড়বে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا إِلَى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا إِلَيْنَا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এ এলাকার লাভ (কল্যাণ) দান করুন এবং তাদের অন্তরে

আমাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিন এবং এর নেককার অধিবাসীদের প্রতি আমাদের অন্তরে মহব্বত দান করুন। (ত্বারানী আউসাত হাদীস নং-৪৭৫৫)

৪৭. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'আ-

সফর থেকে ফিরার সময় নিজ এলাকার কাছে পৌঁছলে এ দু'আ পড়তে পড়তে এলাকায় প্রবেশ করবে-

آيِبُوْنَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

অর্থঃ আমরা এখন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করছি। (নিজেদের গুনাহ হতে) তওবা করছি, (আল্লাহ পাকের) ইবাদতের ইরাদা করছি এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করছি। (তিরমিযী হাদীস নং-৩৪৪৯/ মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-২৩১৫)

৪৮. প্রচণ্ড ঝড়-বাতাস বইতে শুরু করলে এ দু'আ পড়বে-

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই বাতাসের কল্যাণ ও এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যা সহ তা প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ চাচ্ছি। আর আপনার

কাছে এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (মুসলিম হাদীস নং-৮৯৯)

৪৯. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا أُرْسِلَ بِهْ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট ঐ সকল অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি, যাকে এ মেঘ বহন করে এনেছে। (মুসলিম হাদীস নং-৮৯৯)

৫০. অতঃপর বৃষ্টি হওয়ার সময় পড়বে- اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! (এ বৃষ্টিকে) কল্যাণকর, বরকতপূর্ণ এবং উপকারী বানিয়ে দিন। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৩৮৮৯/ আবু দাউদ হাদীস নং-৫০৯৯)

৫১. বেশী বৃষ্টি হলে পড়বে- اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! এ বৃষ্টি আমাদের আশপাশে (যেখানে প্রয়োজন) বর্ষণ করুন এবং আমাদের উপর বর্ষণ করবেন না। (বুখারী হাদীস নং-১০২০/ মুসলিম হাদীস নং-৮৯৭)

৫২. মেঘের গর্জন শুনলে পড়বে-

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! দয়া করে আপনি আমাদেরকে আপনার গযবের দ্বারা মৃত্যু দিবেন না এবং আপনার আযাব দ্বারা ধ্বংস করবেন না। বরং এর পূর্বেই আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৫৭৬৩/ তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৫০)

৫৩. নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে-

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি এ চন্দ্রকে ঈমান ও নিরাপত্তা এবং শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত করুন, (এবং হে চাঁদ!) আমার ও তোমার প্রতিপালক এক আল্লাহ। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৬০/ মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং-৭৭৬৭)

৫৪. রজব মাস শুরু হলে এই দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে রজব ও শা'বান মাসের বরকত দান করুন এবং রমাযান পর্যন্ত আমাদের হায়াতকে দীর্ঘ করুন। (বাইহাকী ফী দাওয়াতিল কাবীর, খ. ২, পৃষ্ঠা-১৪২, হাদীস নং-৫২৯)

৫৫. শবে ক্বদরে পড়ার দু‘আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। (তিরমিযী হাদীস নং-৩৫২২/ ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৩৮৫০)

৫৬.কারো থেকে অত্যাচারের আশংকা হলে পড়বে-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনাকে এদের মুকাবেলায় (নিজের) ঢাল বানিয়েছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। (আস্ সুনানুল কুবরা নাসাঈ হাদীস নং-১০৪৩৭, আবু দাউদ হাদীস নং-১৫৩৭)

৫৭. জ্বর হলে এ দু‘আ পড়বে-

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

অর্থঃ মহান আল্লাহর নামের সাথে আমি মহান আল্লাহ তা‘আলার আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রত্যেক উত্তেজিত ধমনীর অনিষ্ট হতে এবং দোযখের উত্তাপের অনিষ্ট হতে। (তিরমিযী হাদীস নং-২০৮০/ ইবনে মাজাহ হাদীস নং- ৪:৪১৪)

৫৮. অসুস্থ লোক দেখতে গেলে পড়বে-

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

অর্থঃ ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, (আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন) ইন্‌শাআল্লাহ এ রোগ (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা হতে) পবিত্রতা সাধনকারী। (বুখারী হাদীস নং-৫৬৬২)

এরপর সাতবার এ দু'আটি পড়বে-

أَسْأَلُ اللَّهَ العَظِيْمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ.

অর্থঃ আমি আরশে আযীমের মালিক মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার সুস্থতার জন্য দু'আ করছি। (আবু দাউদ হাদীস নং-৩১০৬/ তিরমিযী হাদীস নং-২০৮৮)

৫৯. নতুন ফল সামনে এলে পড়বে-

اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا في ثَمَرِنا، وبَارِكْ لَنا في مَدِينَتِنا، وبَارِكْ لَنا في صَاعِنا، وبَارِكْ لَنا في مُدِّنا .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদের শহরের মধ্যে বরকত দান করুন। আমাদের 'সা' (বড় পরিমাপ পাত্র) এর মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদের 'মুদ' (ছোট পরিমাপ পাত্র) এর মধ্যে বরকত দান করুন। (মুসলিম হাদীস নং-১৩৭৩)

৬০. **ঋণ পরিশোধে ও পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য পড়বে-**

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحُزْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخْلِ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চিন্তা পেরেশানী থেকে পানাহ চাচ্ছি, আমি আপনার নিকট অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, আমি কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, আমি আপনার নিকট ঋণের আধিক্য থেকে এবং মানুষের কটুক্তি ও জুলুম থেকে পানাহ চাচ্ছি। (আবু দাউদ হাদীস নং-১৫৫৫)

৬১. **ইফতারের সময় পড়বে-** يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ إغْفِرْلِيْ.

অর্থঃ হে মহান ক্ষমাকারী! আমাকে ক্ষমা করুন। (শু'আবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস নং-৩৬২০)

৬২. **ইফতারের পর এ দু'আ পড়বে-** اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দ্বারাই ইফতার করছি। (আল-

ফুতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ ৪:৩৩৯/ আবু দাউদ হাদীস নং-২৩৫৮)

অতঃপর নিম্নের দু'আটিও পড়বে-

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

অর্থঃ পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনী সমূহ সতেজ হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ (রোযার সওয়াব) নিশ্চিত হয়েছে। (আবু দাউদ হাদীস নং-২৩৫৭)

৬৩. কোন বিপদ দেখলে পড়বে- إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য। আর নিশ্চয়ই আমরা সকলেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করব। (সূরা বাক্বারাহ ১৫৬)

৬৪. দুলা ও দুলহানকে এভাবে দু'আ দিবে-

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ .

অর্থঃ আল্লাহ পাক তোমাকে বরকতপূর্ণ করুন এবং তোমার উপর বরকত অবতীর্ণ করুন এবং তোমাদের উভয়কে মঙ্গলময় সম্পর্ক দান করুন। (আবু দাউদ হাদীস নং-২১৩০/তিরমিযী হাদীস নং-১০৯২)

৬৫. নতুন বিবির সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় তার কপালে হাত রেখে এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ . وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَ عَلَيْهِ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ বিবির কল্যাণ এবং যে কল্যাণের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন, তা প্রার্থনা করছি এবং বিবির অনিষ্টতা এবং যে অনিষ্টতার উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে পানাহ চাচ্ছি। (আবু দাউদ হাদীস নং-২১৬০/ আসসুনানুল কুবরা নাসাঈ হাদীস নং-১০০৯৩,ইবনে মাযাহ হাদীস নং-১৯১৮)

৬৬. সহবাসের পূর্বে এ দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .

অর্থঃ আল্লাহর নামের সাথে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাকে শয়তান হতে রক্ষা করুন। (বুখারী হাদীস নং-৫১৬৫/ মুসলিম হাদীস নং-১৪৩৪)

৬৭. বীর্যপাতের সময় (মনে মনে) এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنَا نَصِيبًا .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন তাতে শয়তানের কোন অংশ রাখবেন না।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং-৩/৪০২,১৭৪৩৯)

৬৮. **ইস্তিখারার দু‘আ,** (দু’রাকা‘আত নামায শেষে পড়বে)-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِى فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার ইলমের ওসীলায় আপনার নিকট মঙ্গল কামনা করছি। এবং আপনার কুদরতের ওসীলায় আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা, আপনি ক্ষমতাবান, আর আমি অক্ষম এবং আপনি সর্বজ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ, এবং আপনি সমস্ত গোপন সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী এ কাজটি আমার জন্য আমার দীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে এবং পরিণামে মঙ্গলজনক হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং একে সহজ করে দিন।

অতঃপর এর মধ্যে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী এ কাজটি আমার দীন ও দুনিয়ার দিক দিয়ে এবং পরিণামে আমার জন্য মঙ্গলজনক না হয়, তবে আপনি এ কাজটিকে আমার থেকে দূরে রাখুন এবং যেখানেই আমার জন্য মঙ্গল রয়েছে তা আমার জন্য নির্ধারিত করুন এবং তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন। (বুখারী হাদীস নং-৬৩৮২/ আবু দাউদ হাদীস নং-১৫৩৮)

উল্লেখ্য, (هَذَا الْأَمْرَ) বলার সময় মনে উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল করবে।

৬৯. **সালাতুল হাজত**-আল্লাহতা'আলার দরবারে হাজত পেশ করার দু'আ (দু'রাকা'আত সালাতুল হাজত পড়ার পর) নিম্নের দু'আটি পড়বে-

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ الحَلِيمُ الكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّه رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيْمِ اَلْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ .

অর্থঃ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (উপাস্য) নাই, যিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, অনুগ্রহকারী। আল্লাহ পবিত্র, যিনি মহান আরশের রব (মালিক)। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার রহমতের এমন উপায়-উপকরণ, যা আপনার রহমতকে ওয়াজিব করে দিবে এবং এমন সব আমলের তাওফীক যা আপনার মাগফিরাতকে সুনিশ্চিত করে দিবে, আর গুনাহ হতে পবিত্রতা ও প্রত্যেক নেক কাজের সৌভাগ্য এবং নাফরমানী হতে নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার কোন গুনাহ ক্ষমা না করে রেখে দিবেন না এবং কোন পেরেশানী দূর করা ব্যতীত রাখবেন না এবং আমার এমন কোন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত রাখবেন না, যা আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী হবে। হে সকল দয়া প্রদর্শনকারীদের চেয়ে বড় দয়া প্রদর্শনকারী, সকল করুণার আধার! (তিরমিযী হাদীস নং-৪৭৮,৪৭৯, মুসতাদরাকে হাকেম হাদীস নং-১৮৭৩)

৭০. **জুমু'আর দিন আসরের নামাযের পর নিম্নের দুরূদটি ৮০ বার পড়বে-**

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدَنِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের সরদার উম্মী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর। (ইবনে বাসকুওয়াল, আল কউলুল বাদী, ২৮৪)

বি.দ্র. পায়ে ঝিঝি লাগলে বা কানে শোঁ শোঁ আওয়াজ হলে দুরূদ শরীফ পড়বে। (আল আযকার, হাদীস নং-৭৮৬-৭৮৮)

৭১. নামাযের পরও এভাবে দু‘আ করা যায়-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নফসের (আত্মার) উপর গুনাহ করে জুলুম-অত্যাচার করেছি, এখন আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা সুনিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পড়ে যাবো। (সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন)। (সূরা আরাফ, আয়াত নং-২৩)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ

দান করুন এবং আখিরাতেও আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। (সূরা বাকারা, আয়াত নং-২০১)

৭২. পিতা-মাতার জন্য এ দু'আ করবে-

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি তাদের (পিতা-মাতাকে) প্রতি দয়া করুন, যেরূপ তাঁরা আমাকে ছোট অবস্থায় দয়ার সাথে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-২৪)

৭৩. নিজের বিবি-বাচ্চাদের জন্য এভাবে দু'আ করবে

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরুপ করুন। (সূরা ফুরকান, আয়াত নং-৭৪)

৭৪. পিতা-মাতা ও সকল মুসলমানের জন্য এভাবে দু'আ করবে

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

অর্থঃ হে আমাদের রব! আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে বিচারের দিন (কিয়ামতের দিন) ক্ষমা করে দিন। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং-৪১)

৭৫. দু'আ শুরু করার নিয়ম

দু'আ ও মুনাজাত হামদ ও সালাতের মাধ্যমে শুরু করা সুন্নাত। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৮৬/ শামী, ১:৫২০/ হিসনে হাসীন)

যেমন এভাবেও শুরু করা যেতে পারে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ .

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক এবং দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়্যিদুল মুরসালীন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর।

৭৬. দু'আ শেষ করার নিয়ম-

দু'আ-মুনাজাত হামদ, সালাত এবং আমীনের মাধ্যমে শেষ করা সুন্নাত। (আবু দাউদ হাদীস নং-৯৩৮/ তাবারানী কাবীর হাদীস নং-৫১২৪/ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাদীস নং-

৩১১৭, নাসাঈ, হাদীস নং-৯৩৮)

যেমন এভাবে শেষ করা যেতে পারে-

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- آمِيْنْ.

অর্থঃ আপনার প্রতিপালক যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী তিনি পবিত্র ঐ সকল কথা থেকে যা কাফিররা বলে থাকে এবং নবীদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য।

৭৭. **যমযমের পানি পান করার দু'আ-**

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম এবং হালাল প্রশস্ত রিযিক এবং সর্বপ্রকার রোগের শিফা চাচ্ছি। (মুসতাদরাকে হাকেম হাদীস নং-১৭৩৯/ দারাকুতনী হাদীস নং-২৭১২/ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাদীস নং-৯১১২)

৭৮. **সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার** (ফজর এবং মাগরিবের পর পড়বে)।

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ

لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! একমাত্র আপনিই আমার প্রতিপালক, আপনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই। আপনিই আমার স্রষ্টা এবং আমি আপনার বান্দা এবং আমি আপনার (সাথে কৃত) ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর সাধ্যানুযায়ী অটল ও অবিচল আছি। আমি আমার সকল কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমার উপর আপনার দানকৃত সকল নেয়ামতের স্বীকারোক্তি করছি এবং আমি আমার সকল গুনাহের স্বীকারোক্তি করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন কেননা আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একীনের সাথে এ ইস্তিগফারটি সকাল বেলা পাঠ করবে, অতঃপর যদি সে সন্ধ্যার পূর্বে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি একীনের সাথে সন্ধ্যা বেলায় এ ইস্তিগফারটি পাঠ করবে, সে যদি সকাল বেলা হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(বুখারী শরীফ হাদীস নং-৬৩০৬)

৭৯. **মুমূর্ষু ব্যক্তির আশে-পাশের লোকেরা** (لا إلهَ إلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ) বারবার পড়বে। যাতে করে সেও পড়ে নেয়।

অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। (মুসলিম হাদীস নং-৯১৬/ আবু দাউদ হাদীস নং-৩১২১)

*ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আ দু'টি বারবার পড়েছে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلَى .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত ও দয়া বর্ষণ করুন এবং আমাকে রফীকে আ'লা (নবী, সিদ্দীক, শহীদ, ও সালেহগণ)-এর সাথে মিলিত করে দিন। (বুখারী হাদীস নং-৪৪৪০/ মুসলিম হাদীস নং-২৪৪৪/ আবু দাউদ হাদীস নং-৩১২১)

৮০. **রূহ বের হচ্ছে অনুভব হলে পড়বে-**

اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি মৃত্যুর কষ্ট ও মৃত্যুর যন্ত্রণায়

www.islamijindegi.com

আমাকে সাহায্য করুন। (তিরমিযী হাদীস নং-৯৭৯)

৮১. কোন মুছিবতে আক্রান্ত হলে পড়বে-

إِنّا لِلّه وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ؛ اَللّٰهُمَّ أجُرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আপনি আমাকে প্রতিদান দান করুন এবং এর পরিবর্তে আমাকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দান করুন। (মুসলিম হাদীস নং-৯১৮)

৮২. বদ নযর থেকে হেফাযতের দু'আ-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ .

আর্থ: সকল শয়তান, কীটপতঙ্গ ও বদ নযর হতে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি। (বুখারী হাদীস নং-৩৩৭১)

৮৩. কারোর আপনজন মারা গেলে এ দু'আ দ্বারা সান্ত্বনা দিবে-

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকেরই যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন, আর যা প্রদান করেছেন তাও আল্লাহ পাকেরই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যেকের মৃত্যুকাল নির্ধারিত রয়েছে।সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সওয়াব-এর আশা কর। (বুখারী হাদীস নং-১২৮৪)

৮৪. কবরস্থানে গিয়ে এভাবে সালাম করবে-

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ .

অর্থঃ হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে মাগফিরাত করে দিন। তোমরা আমাদের পূর্বে গমন করেছ, আমরাও তোমাদের পিছে পিছে আসছি। (তিরমিযী হাদীস নং-১০৫৪, ১০৫৩/ আল আযকার, হাদীস নং-৪৩২)

৮৫. মুর্দাকে ডান কাতে রাখার সময় এ দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهْ .

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে এবং রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিল্লাতের (সুন্নাতের) উপর (আমরা একে দাফন করছি)।

উল্লেখ্য, মুর্দাকে কবরে চিত করে শোয়ানো সুন্নাতের পরিপন্থী। তাই সম্পূর্ণ ডান কাতে শোয়াতে হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম১:৩৬৫/ মুসনাদে আহমাদ ২:২৭/ আবু দাউদ হাদীস নং-১০৪৬)

৮৬. জানাযার নামাযে তৃতীয় তাকবীরের পর এ দু‘আও পড়া যায়-

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِى ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! অমুকের ছেলে অমুক (এখানে মৃত ব্যক্তি ও তার পিতার নাম উল্লেখ করবে) আপনার জিম্মায় (হিফাযতে) এবং আপনারই আশ্রয়ের ভরসায় রয়েছে। সুতরাং আপনি তাকে কবরের ফিতনা হতে এবং জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা পূর্ণকারী। আয় আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করুন এবং তার উপর মেহেরবানী করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারী ও অত্যন্ত দয়ালু। (আবু দাউদ হাদীস নং-

৩২০২/ সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং-৩০৭৪)

৮৭. সকাল সন্ধ্যার দু'আ সমূহ-

* সকালে ও সন্ধ্যায় এ দু'আ ৩ বার পাঠ করবে-

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُوْلاً.

অর্থঃ আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ তা'আলার প্রতি রব হিসেবে, ইসলামের প্রতি দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নবী ও রাসূল হিসেবে।

ফযীলত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এ দু'আটি পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করবেন। (আবু দাউদ হাদীস নং-৫০৩৩/তিরমিযী হাদীস নং-৩৩৮৯/মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৭৭৮)

* সকালে ও সন্ধ্যায় ৩বার পড়বে-

بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ،

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার নামের উসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি। যার নামের সাথে থাকা অবস্থায় আসমান যমীনের কোন কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন। (আবু দাউদ হাদীস নং-

৫০৪৭/ তিরমিযী হাদীস নং-৩৩৮৮)

* সকালে ও সন্ধ্যায় এ দু'আ (১০বার) পড়বে-

لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য। তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

ফযীলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা এ দু'আটি পাঠ করবে তার একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হবে, দশটি নেকী লেখা হবে, দশটি গুনাহ মাফ হবে এবং দশটি মর্যাদা বুলন্দ হবে। আর এটি তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে রক্ষামূলক ব্যবস্থা হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় দু'আটি পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত সে অনুরূপ সওয়াব পাবে। (আবু দাউদ হাদীস নং-৫০৩৮, ৫০৭৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুরূদ ও সালাম

দুরূদ শরীফ পড়ার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

*‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ কর।’ (সূরা আহযাব, ৫৬)

*রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তোমরা আমার উপর দুরূদ পড়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।’ (আবু দাউদ হাদীস নং ১/২৭৯)

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ পড়া থেকে ভুলে থাকল, সে বেহেশতের রাস্তা থেকে হটে গেল।’ (ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৯০৮, শু‘আবুল ঈমান বয়ড়া হাদীস নং-১৪৭২)

দুরূদ শরীফ-এর ফযীলত

*রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- ‘ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার উপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ

করে।’ (তিরমিযী হাদীস নং-৪৮৩/ শু‘আবুল ঈমান হাদীস নং-১৪৬২, ২০৫৬)

*রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (মুসতাদরাকে হাকেম হাদীস নং-২০৫৬)

*রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- ‘আল্লাহ তা‘আলা বহু সংখ্যক ফেরেশতা এ কাজের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন যে, তাঁরা জমীনে বিচরণ করতে থাকবে এবং আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ ও সালাম পাঠাবে (তাঁরা) তা আমার নিকট পৌঁছে দিবে।’ (নাসাঈ হাদীস নং-১২৮২/ শু‘আবুল ঈমান বয়ড়া হাদীস নং-১৪৮০)

* হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে তার নাম উল্লেখ করে দুরূদ পেশ করে থাকে। (শু‘আবুল ঈমান বয়ড়া হাদীস নং-১৪৮২)

* নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর দশবার দুরূদ পড়বে এবং সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (ত্বাবারানী আউসাত হাদীস নং-৫২৩, মাজাউয যাওয়ায়িদ ১০ : ১২০)

* উবাইদুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারী রহ. বর্ণনা করেন, আমার প্রতিবেশী একজন কাতিব ছিলেন। তার ইনতিকালের পর স্বপ্নে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন- আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বললেন, কিতাব লেখার সময় যখনই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক আসত, তখনই হুযূরের নামের সাথে সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখা আমার অভ্যাস ছিল। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন নিয়ামত দান করেছেন, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি, কোন অন্তর কখনো তার কল্পনাও করেনি।

হাদীসের কিতাব থেকে ১০টি দুরূদ শরীফ

(১) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ(ইবনুস সুন্নী, ৮০)

(২) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ .
(নাসাঈ শরীফ হাদীস নং-১২৯২)

(৩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ.
(আবু দাউদ হাদীস নং-৯৮১/ মুসনাদে আহমাদ, ৪: ১১৯)

(৪) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪নং এ বর্ণিত দুরূদের ফযীলতে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- ‘যে ব্যক্তি উক্ত দুরূদ পড়ার অভ্যাস করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত ওয়াজিব হবে।’(মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৪:১০৮,১৬৯২৮)

(৫) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا.

৫নং এ বর্ণিত দুরূদ এর ফযীলতে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-‘যে ব্যক্তি

জুমু‘আর দিন আসরের নামাযের পর নিজের স্থানে বসে উক্ত দুরূদ আশিবার পড়বে, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হবে এবং তার আমলনামায় আশি বছরের ইবাদত-বন্দেগীর সওয়াব লেখা হবে।’ (আল কাউলুল বাদী-২৮৪)

(৬) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيْلَةِ عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا فِيْ شَفَاعَتِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(তাবারানী হাদীস নং-১২৫৫৪/ মাযমাউয যাওয়ায়িদ হাদীস নং-১৮৮১)

(৭) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ .

(সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং-৯০৩)

(৮) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَحَمَّدِن النَبِيِّ وَاَزْوَاجِه أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِه وَأَهْلِ بَيْتِه كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أل إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

(আবু দাউদ হাদীস নং-৯৮২/ আল কাওলুল বাদী, পৃ. ২৮৪)

(৯) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِه وَذُرِّيَّتِه كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مَحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

(আল কাউলুল বাদী পৃ. ১০৪/ বুখারী, মুসলিম হাদীস নং-৩৩৬৯)

(১০) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

(বুখারীহাদীস নং-৬৩৫০,৩৩৭০/ নাসাঈ হাদীস নং-১২৮৮)

এ সমস্ত দুরূদ ও সালাম প্রতিদিন ১০ বার করে পড়তে চেষ্টা করবে। যাতে প্রতিদিন ১০০ বার দুরূদ শরীফ পড়া হয়ে যায়। অথবা কমপক্ষে সকাল-সন্ধ্যায় দু'বার পড়বে যাতে করে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সালাম এর সুপারিশ লাভ হয়।

দুরূদ শরীফ পাঠ করার পর (ব্যাপক অর্থপূর্ণ) নিম্নের দু'আটিও পাঠ করবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّه عاجِلِه وآجِلِه، ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَما لَمْ أَعْلَمْ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عاجِلِه وآجِلِه، ما عَلِمْتُ

www.islamijindegi.com

مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وأسألُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْها مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ خَيْرَ ما سألَكَ به عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صلى اللّه عليه وسلم، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عاقِبَتَهُ رَشَداً.

এ ‘জামে’ দু‘আর ব্যাপারে হযরত আয়িশা রাযি. বর্ণনা করেন- একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে আমাকে কোন কাজে খোঁজ করছিলেন। আমি তখন নামায ও দু‘আর মধ্যে মশগুল ছিলাম- যে কারণে খেদমতে হাজির হতে দেরী হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আয়িশা! আল্লাহর দরবারে জামে (পরিপূর্ণ) দু‘আ পেশ কর। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ‘জামে’ দু‘আ কোনটি? তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত দু‘আটি আমাকে তা‘লীম দিলেন। (আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা নং ২২২, হাদীস নং-৬৩৯, আল আযকার, হাদীস নং-১০৩৩)

দুরূদ সম্পর্কিত মাসাইল

* কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের কারণে সারা জীবনে কমপক্ষে এক বার দুরূদ পাঠ করা ফরয। (দুররে মুখতার, ১:৫১৪-৫১৮)

* যদি একই মজলিসে কয়েকবার নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম আলোচিত হয়, তাহলে প্রথমবার সকলের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। পরবর্তী প্রত্যেকবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সকলের জন্য মুস্তাহাব। অবশ্য ইমাম ত্বহাবী রহ. পরবর্তীতে প্রত্যেকবার দুরূদ পাঠকে প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব বলেছেন। (দুররে মুখতার, ১ : ৫১৬)

উল্লেখ্য, কেউ যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক একই মজলিসে বারবার লিখেন, তাহলে তার জন্য হুকুমও অনুরূপ অর্থাৎ প্রথমবার দুরূদ লেখা ওয়াজিব এবং পরবর্তী-বার মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ১ : ৫১৬)

দ্রষ্টব্য- হযরত মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসের কিতাবে সবচেয়ে বেশি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক লিখেছেন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকবার দুরূদ লিখতে কার্পণ্য করেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা

সকলকে তাওফীক দান করুন। (দুররে মুখতার, ১:৫১৬)

* বিনা উযূতে, এমনকি হাটতে হাটতেও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পড়া যায়।

* জুমু‘আ বা ঈদের খুতবার মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক আসলে অন্তরে দুরূদ পড়বে কিন্তু মুখে উচ্চারণ করবে না।

* দুররে মুখতার কিতাবে আছে যে, বরং দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য সামনে রেখে, এমন স্থানে দুরূদ পড়ার রসম বানানো বা দুরূদ পড়ার জন্য লোকদের দাওয়াত দেয়া যেটা দুরূদ পড়ার কোন স্থান নয়, তা সম্পূর্ণ নিষেধ। যেমন, নতুন দোকান খোলার সময় বা নতুন বাড়ী করার পর ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে দু’রাকা‘আত সালাতুস শোকর পড়ে নেয়া যথেষ্ট। উল্লেখ্য দুরূদ পড়ার স্থানের বর্ণনা সামনে আসছে। (দুররে মুখতার,১:৫১৮/আল-আশবাহ ওয়ান্নাযায়ির, ৫৩)

* দুররে মুখতার কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, দুরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম হল, দিলে মুহাব্বতের সাথে ধীরস্থিরভাবে হালকা আওয়াজে চুপে চুপে পড়বে। দুরূদ

পড়ার সময় দুলতে থাকা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেলাতে থাকা এবং উঁচু আওয়াজ করা নিষেধ। (দুররে মুখতার, ১:৫১৯)

এর দ্বারা বুঝা যায় বিভিন্ন স্থানে দোকান-পাট বা বাড়ী-ঘর উদ্বোধন করার সময় বা নামাযের পরে সকলে মিলে উচ্চঃস্বরে দুরূদ পড়ার যে প্রথা চালু আছে, তা বর্জনীয়। কারণ, এগুলো দুরূদ পাঠের স্থান নয় এবং এভাবে দুরূদ পাঠের অনুমতিও নেই।

দুঃখজনক কথা হল, প্রথাগত যে দুরূদ পড়া হয়, তার অধিকাংশই মনগড়া দুরূদ, কোন হাদীসে তা প্রমাণিত নয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আমল দ্বারা সেসব দুরূদের শব্দগুলোর কোন প্রমাণ নেই। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে সেসব দুরূদের বাক্যগুলোও সহীহ নয় এবং তার অর্থের মধ্যেও মারাত্মক ধরণের ভুল রয়েছে। যেমন, “ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাধারণ লোকদের সম্বোধন করার ন্যায় এভাবে সম্বোধন করা চরম বেআদবী। (তাফসীরে কুরতুবী, ১২:৩২২)

সুতরাং এ ধরনের বানোয়াট ভুল দুরূদ পরিত্যাগ করা

কর্তব্য। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দুরূদ পড়তে বাধ্য করা হয়। অথচ নামাযের মধ্যে সকলেই বসা অবস্থায় দুরূদ পড়ে থাকে। সুতরাং বসে দুরূদ পড়াই উত্তম। আরো মারাত্মক কথা হলো, অনেকে বিশ্বাস করে থাকে যে, তাদের মাহফিলে স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে হাজির হয়ে থাকেন। এ জন্য তারা একটা চেয়ার খালি রাখে। তাদের এ বিশ্বাসের পক্ষে কুরআন-হাদীসে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। বরং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, উম্মতের দুরূদসমূহ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে পড়া হোক, তা ফেরেশতাদের মারফতে ঐ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে পেশ করা হয়। (নাসাঈ হাদীস নং-১২৮২)

ফাতাওয়ার বিভিন্ন কিতাবে তাদের এ ভ্রান্ত আক্বীদাকে কুফুরী আক্বীদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা আনআম, আয়াত নং-৫৯/ সূরা নামাল, আয়াত নং-৬৫/ ফাতাওয়া কাযীখান, ১:৩৩৪/ ফাতাওয়া বাজাইয়া ৩:৩২৬/ আহসানুল ফাতাওয়া, ১:৩৪৮)

হ্যাঁ, মদীনা শরীফে গিয়ে রওজা মুবারক সামনে রেখে “আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হয়হয়, ইয়া নবীয়াল্লাহ বলে সম্বোধন করাতে কোন

অসুবিধা নাই। সুতরাং সকল মুসলমানের নিজের ঈমানের হেফাজত এবং আখিরাতের নাজাতের লক্ষ্যে সকল প্রকার জেদাজেদি ছেড়ে দিয়ে, সমস্ত কুফুরী আক্বীদা ত্যাগ করে সহীহ আক্বীদা পোষণ করা এবং ঈমানকে সহীহ ও মজবুত করার ফিকির করা এবং এর জন্য আল্লাহর রাস্তায় সময় ব্যয় করা নেহায়েত জরুরী ও অপরিহার্য কর্তব্য।

দু'টি মাসআলা

১। যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক লিখবে, তখন পূর্ণ দুরূদ শরীফ লিখবে। সংক্ষেপ করার জন্য (দ.) বা (স.) এ ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে লিখবে না, এটা আদবের খেলাফ। তেমনিভাবে মুখে বলার সময় খুব ধীরে সুস্থে বলবে। তাড়াহুড়া করে অস্পষ্টভাবে দুরূদ পড়া মুহাব্বাতের সল্পতার আলামত। এ দিকে খুব লক্ষ্য রাখবে।

২। ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, যে কোন দুরূদে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারকের শুরুতে سيدنا (সাইয়িদিনা) শব্দ বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব।

(দুররে মুখতার, ১:৫১৩)

দুরূদ পড়ার স্থানসমূহ

* যখনই নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক মুখে উচ্চারিত হয় বা কানে আসে তখনই দুরূদ শরীফ পড়া কর্তব্য। (দুররে মুখতার,১:৫১৬)

* যখনই কোন মজলিস থেকে উঠবে তখন প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়বে তার পর উঠবে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ. ৩৪৮)

* দু‘আ করার পূর্বে ও পরে দুরূদ শরীফ পড়বে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ.৩১৮-৩২৩)

* মসজিদে প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় দুরূদ শরীফ পড়বে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ.২৬৬)

*আজানের পর দু‘আ পড়ার পূর্বে দুরূদ শরীফ পড়বে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ. ২৭)

* উযূর শেষে দুরূদ শরীফ পড়বে। (আল- কাউলুল বাদী পৃ. ২৪৯)

* নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা মুবারক যিয়ারতের সময় দুরূদ শরীফ পড়বে। উক্ত দুরূদ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে শুনেন। (আল- কাউলুল বাদী পৃ. ৩০৩-৩০৭)

* কোন কিতাব-রিসালাহ, চিঠি-পত্র লেখার শুরুতে দুরূদ শরীফ লিখবে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ. ৩১৪)

* রাতে তাহাজ্জুদের জন্য যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন দুরূদ শরীফ পড়বে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ. ২৬৪)

* বিপদ-আপদ,বালা-মুসীবত, ভূমিকম্প ইত্যাদির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুরূদ শরীফ পড়বে। (আল-কাউলুল বাদী পৃ. ১৭৪-১৭৫, ৩১৫)

* পায়ে ঝিঝি লাগলে বা কানে শোঁ শোঁ আওয়াজ হলে দুরূদ শরীফ পড়বে। (আল আযকার, হাদীস নং-৭৮৬)

দু'টি কথা

হামদ ও সালাত-সালামের পর, মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার উভয় জগতে কল্যাণের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নমুনা হিসেবে পাঠিয়েছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করলে মুসলমানদের সকল কাজ আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত

সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ছিল প্রত্যেক নতুন হালাত ও অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রত্যেক নি'আমতের শোকর আদায় করা। যেগুলোকে মাসনূন দু'আ বলা হয়। হাদীসের কিতাবে ঐসকল মাসনূন দু'আসমূহ বর্ণিত আছে। তবে সাধারণ লোকদের জন্য হাদীসের কিতাব থেকে মাসনূন দু'আ বের করে আমল করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই দীর্ঘদিন যাবত আমার অন্তরে একান্ত ইচ্ছা ছিল, দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মাসনূন দু'আ এবং কিছু সহীহ দুরূদ শরীফ প্রমাণসহ পুস্তিকা আকারে মুসলমান ভাইদের খেদমতে পেশ করা।

আল্লাহ পাকের অশেষ শোকর, তিনি আমার দীর্ঘদিনের আশাকে পূর্ণ করেছেন- আলহামদুলিল্লাহ।

এ মুহূর্তে যার কথা স্মরণ না করে পারছি না তিনি হলেন মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব, তিনি দু'আ/ দুরূদসমূহের হাওয়ালাসহ প্রকাশ করার কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলম ও আমলে বরকত দান করুন।

মহান আল্লাহ তা‘আলা যেন এ অধমকে এবং এর প্রকাশক ও এর জন্য যারা মূল্যবান শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে দীনের উপর কায়েম রাখেন এবং পুস্তিকাটি তাঁর খাছ অনুগ্রহে মুসলিম মিল্লাতের জন্য উপকারী করে দেন। আমীন।

সমাপ্ত